ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

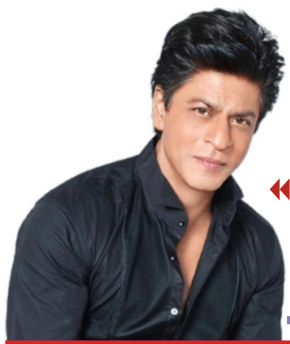

ভক্তদের চমকে দিলেন শাহরুখ!

পৃঃ ৫

ইউনাইটেডে খেলার সময় সতীর্থদের 'নাম' দিতেন রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৫৬ ● কলকাতা ● ০২ আশ্বিন, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শিরোথানী অভিযোগে, রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া সরকারবিরোধী রক্তক্ষয়ী আন্দোলন আর তার পরেই ক্ষমতার পালাবদল। হাসিনা সরকার তথা আওয়ামি লিগের পতনের পরই সেই দেশের দায়িত্ব পেয়েছে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার। মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধানে এই সরকার বর্তমানে বাংলাদেশকে পরিচালনা করছে।যেখানে বাংলাদেশ গোটা এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেখানে দলগুলির এই পারস্পরিক কলহ, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি করে চলেছে। বলাই চলে ছাত্ররা গোটা বাংলাদেশকে বর্তমানে চালনা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সমর্থনে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা পেলেও, তাদের নিজেদের ভুলে তাঁরা প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অথবা ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে। যার ফলে বিএনপির মতন বিরোধী শক্তিগুলিও সুবিধা পাচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ শানানোর। বিএনপির একের পর কাজ বাংলাদেশকেও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিরপেক্ষ সরকারের আশা করলেও, তাদের গতিপ্রকৃতি এখনো পরিষ্কার নয়। অনেকের মতে, তারা কি চায় তারা নিজেরাও জানে না। বর্তমানে বাংলাদেশ পড়ে আছে এক বিশাল যাঁতাকলে। ছাত্রদের শাসন কোনদিকে গতি নেবে তা জানে না কেউই।অন্তর্বর্তী সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ইতিমধ্যেই হাসিনা সরকারকে উৎখাতের দিক থেকে তারা

এরপর ৩ পাতায়

হুগলি জেলার বন্যা কবলিত

আরামবাগ, পুরশুরা এলাকা পরিদর্শনে বুধবার দুপুরে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন : একদিকে গত কয়েকদিন আগে নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে সারা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার জলের তলায় ছিল তার উপরে আবার ডিভিসি-র ছাড়া জলে ফলে প্লাবিত বহু এলাকা। একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি। আজ, বুধবার, হুগলির বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পুরশুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ব্রিজের অবস্থা খারাপ। এদিন ওই এলাকায় গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি দেখে ফের ডিভিসির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, ভয়াবহ পরিস্থিতি। প্ল্যান করে বাংলাকে ডোবাচ্ছে কেন্দ্র। আরও ২ লক্ষ কিউসেক জল ধরতে পারে। এত জল এর আগে কখনও ছাড়েনি।

এরপর ৩ পাতায়

জটিলতা অনেক, মন্ত্রিসভায় পাশ হলেও এক দেশ-এক নির্বাচন কার্যকর হওয়া কঠিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাব। সব ঠিক থাকলে সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনেই পেশ হবে এক দেশ-এক নির্বাচন বিল। কিন্তু লোকসভায় পেশ হলেও পাশ হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। আবার আইন পাশ হলেও সেই আইন কার্যকর করা নিয়েও বহু জটিলতা রয়েছে।এছাড়া গোটা দেশের সব লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করাতে গেলে বিপুল সংখ্যক ভোটকর্মী প্রয়োজন পড়বে। বর্তমানে যে পরিমাণ ভোটকর্মীকে দিয়ে নির্বাচনের কাজ করাতে হয়, বা যে পরিমাণ নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করতে হয়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ভোট কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করতে হবে। তাছাড়া এক দেশ-এক নির্বাচনের মূল যে সমস্যা, তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিধানসভা ভোট এবং লোকসভা ভোট চরিত্রগতভাবে আলাদা। এই প্রক্রিয়া শুরু হলে বিধানসভা নির্বাচনগুলি চরিত্র হারাতে পারে। বিরোধীদের আশঙ্কা, দেশে 'প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট' গঠনের উদ্যোগ শুরু করেছে মোদি সরকার। তারই পদক্ষেপ হিসাবে এটা 'লুকনো' পরিকল্পনা।

প্রথমত, এক দেশ এক

এরপর ৩ পাতায়

প্রাকৃতিক দুর্যোগে নাজেহাল সুন্দরবনবাসীদের

বিপর্যয় মোকাবিলার অভিনব পাঠ দিলেন সমাজসেবী !

নুরসেলিম লস্কর , বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ সঙ্গে নদীর পাড়ে বাস, চিন্তা বারো মাস! হ্যাঁ এভাবেই বছরের পর বছর কুমির, বাঘ ও প্রকৃতির বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হচেছ সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য,সুন্দরবনের উপড়ে আইলা, বুলবুল, ইয়াসসহ আম্ফানের মত বহু ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনকে বারবার তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। আর যার ফলে বছরের পর বছর ঘর, বাড়ি হারিয়ে দিশাহারা হতে হয়েছে তাঁদের । যেমন, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় গুলির কবলে পড়ে নদী বাঁধ ভেঙে বারে বারে নদীর নোনা জলে প্লাবিত হতে হয়েছে সুন্দরবনবাসীদের! এমনকি এই প্লাবনের সময়ে কোন রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার নদী ভাঙ্গনের ফলে জলের তোড়ে কত যে মৃত্যু দেখতে হয়েছে সুন্দরবনবাসীদের তার ঠিক ঠিকানা নেই! তাই সুন্দরবনবাসীদের বিনা খরচে কিভাবে এরকম বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে মঙ্গলবার সেই পাঠ দিতে দেখা গেল সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার কে। তিনি এদিন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিকারী পাড়াতে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠান কে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেকের পরিবারের অব্যবহৃত জিনিস পত্র দিয়ে কিভাবে লাইফ জ্যাকেট বানাতে হয় তার পাঠ দিলেন। এবং সেই সঙ্গে এদিন তিনি লাইফ জ্যাকেট বানিয়ে ঐ গ্রামের একটি পুকুরে তাদেরকে সাঁতারও কাটালেন। এক কথায় বললে বলা যায়, ফারুক আহমেদ সরদার এদিন হাতে কলমে লাইফ জ্যাকেট তৈরী ও তার ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সুন্দরবনের ঐ গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসীকে। আর তাঁর এমন অভিনব উদ্যোগকে এলাকার মানুষজনেরা সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এদিন।

মনোজ বর্মাকে নিয়ে ডাক্তারদের সাবধান করলেন অর্জুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবারই পদ থেকে সরেছেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তাঁর জায়গায় নতুন সিপি হয়েছেন মনোজ বর্মা। আর কলকাতা পুলিশ নতুন কমিশনার পেতেই এবার জুনিয়র ডাক্তারদের সতর্ক করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ শোনা গেল বিজেপি নেতার গলায়। এও জানাতে ভুললেন না, যে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর মনোজ বর্মা।এরপরই জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী শোনা গেল অর্জুনের গলায়। বললেন, "আমি বলছি সাবধান থাকবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এ ভয়ঙ্কর। বিনীত গোয়েলের থেকেও অতি ভয়ঙ্কর। উনি যা রোড রোলার চালাবেন ভাবতেও পারবেন না। কলকাতার হাসপাতাল থেকে আরও টাকা তোলার জায়গা উঠল। আমরা জানি। সবটাই চোখে দেখা।"অর্জুন বলেন, "বিনিত গোয়েলের থেকেও বিপদজনক মনোজ বর্মা। এই মনোজ বর্মা ব্যারাকপুরে চার বছরে থেকে সব ক্রিমিনালদের গুন্ডা বানিয়েছেন। তাঁরা কেউ কাউন্সিলর হয়েছেন, এমএলএ হয়েছেন, চেয়ারম্যান হয়েছেন। এরা মনোজ বর্মার প্রোডাক্ট।" অর্জুন কিন্তু এরপরও থেমে থাকেননি। নতুন সিপিকে 'অদ্ভুত ক্যারেক্টার' বলে সম্বোধন করে তিনি বলেন, "উনি সিপিএম জমানায় তৃণমূলকে খুন করাতেন জঙ্গলমহলে। ২০১৯ সালে ব্যারাকপুরে পুলিশকে দিয়ে দু'জন নিরীহ ছেলেকে গুলি করিয়েছিলেন। তারপর রাত্রিবেলা গুণ্ডা দিয়ে দুই ছেলেকে পিটিয়ে মেরে দিয়েছেন। একজনও গ্রেফতার হয়নি।"

প্রাক্তন সাংসদ বলেন, "ব্যারাকপুরকে অপরাধপ্রবণ এলাকা করেছেন মনোজ বর্মা। বিজেপি কর্মী-নেতাদের খুন করায়। ২০২১-এ কতজনকে মনোজ বর্মা মেরেছেন জানেন?" বিজেপি নেতার আক্রমণ বাণ এখানেও থামেনি। এরপর তিনি বলেন, "এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মনোজ বর্মাকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন। এখন ডাক্তাররা বুঝতে পারবেন। ওদের আন্দোলনকে আমি স্যালুট জানাই। ওরা তো বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবি রেখেছিল। কাকে নিয়ে এল?"

এক দেশ, এক নির্বাচনে' সিলমোহর কেন্দ্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছর বছর আর নির্বাচন নয়। এবার একসঙ্গেই হবে লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচন। এক দেশ, এক নির্বাচনে সিলমোহর কেন্দ্রীয় সরকারের। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তরফে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে কমিটির প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়। আগামী সংসদ অধীবেশনেই এই প্রস্তাবনা পেশ করা হতে পারে।

এর জন্য সংবিধানে কমপক্ষে ১৮টি পরিবর্তন বা সংশোধন আনা প্রয়োজন। রাজ্যের অনুমতিরও প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে।

প্রসঙ্গত, মোদী সরকারের দ্বিতীয় দফাতেই এক দেশ, এক নির্বাচনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের ইস্তেহারেও এক দেশ, এক নির্বাচনের উল্লেখ ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এটি সময়ের প্রয়োজন। আজ, বুধবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'র প্রস্তাবনা গ্রহণ করে। চলতি বছরের শীতকালীন অধিবেশনে এই বিল পেশ করা হতে পারে। এই বিল পাশ হলে, এবার থেকে দেশে আর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলাদাভাবে নির্বাচনের আয়োজন করা হবে না। একইসঙ্গে লোকসভা-বিধানসভা সহ যাবতীয় নির্বাচন হবে।

দেশে নির্বাচন আয়োজন করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তা হ্রাস করতে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও সুষ্ঠ করতে কেন্দ্রের তরফে 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'র প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রের তরফে এই প্রস্তাব পর্যালোচনা করার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। সম্প্রতিই ওই কমিটি রিপোর্ট জমা দেয়।

এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, দুই ধাপে "এক দেশ, এক নির্বাচন" কার্যকর করা হবে। সমস্ত নির্বাচনের জন্য সাধারণ ইলেকটোরাল রোল তৈরি করা হবে। কোবিন্দ প্যানেলের পরামর্শ বাস্তবায়ন করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

১৮ হাজার ৬২৬ পাতার রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে আয়োজন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগে লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচনও একসঙ্গে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত-পুরসভা নির্বাচন করানোর সুপারিশ দিয়েছিল।

এর জন্য সংবিধানে কমপক্ষে ১৮টি পরিবর্তন বা সংশোধন আনা প্রয়োজন। রাজ্যের অনুমতিরও প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে।

নিচু মহলে ক্ষোভ, তবুও 'সাসপেন্ড' আরজি কর খুন-ধর্ষণে ধৃত ওসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাসপেন্ড করা হল আরজি কর খুন-ধর্ষণ মামলায় ধৃত টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। লালবাজারের তরফে সাসপেন্ড করা হল তাঁকে। কোনও অফিসার ৪৮ ঘণ্টা পুলিস হেফাজতে কাটালে, তাঁকে সাসপেন্ড করা-ই নিয়ম। সেই নিয়ম মেনেই সাসপেন্ড করা হল টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে।এই পরিস্থিতিতে ধৃত অভিজিত মণ্ডলের বাড়িতে নিজে গিয়েছেন কলকাতা পুলিসের অ্যাডিশনাল সিপি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডিসি ইস্টও। অ্যাডিশনাল সিপি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, ওসির কোনও দোষ নেই। যা কিছু করেছেন, সত উদ্দেশ্যেই করেছেন।'গত শনিবার আরজি কর খুন ও ধর্ষণের মামলায় সন্দীপ ঘোষের সঙ্গেই অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই।তাদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ইচ্ছাকৃতভাবে দেরিতে এফআইআর করার অভিযোগ। সিবিআইয়ের দাবি, ঘটনার সঙ্গে যদি আরও কেউ জড়িত থাকে, তাহলে তাদের আড়াল করার চেষ্টার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে টালা থানার ওসি অভিজিত মণ্ডলকে। সিবিআইয়ের দাবি, দেরিতে এফআইআর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে। যে এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সুপ্রিম কোর্টেও।

শিয়ালদহ আদালতে সিবিআই দাবি করে, 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকার সম্ভাবনা রয়েছে'। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতেই আছেন অভিজিত মণ্ডল। সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, ওসির মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কল লিস্ট জোগাড় করা হয়েছে। হেফাজতে থাকাকালীন বেশকিছু মোবাইল নম্বরও তাদের নজরে এসেছে। যা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ওদিকে আরজি কর-কাণ্ডে ওসি গ্রেফতার হতেই পুলিসের নিচু মহলে রীতিমতো ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ফেসবুকের ডিপি কালো করে দিয়েছেন ইনস্পেক্টর এবং সাব-ইনস্পেক্টরদের অনেকেই।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে

টোটোর ভিড়ে আজ আরও ব্রাত্য রিক্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর: বেশ কয়েকবছর আগে রাস্তায় দেখা যেত সারিবদ্ধ হয়ে কয়েকশো রিকসা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ সেই রিক্সার সারি দেখা যায় না। সবটাই হাতে গোনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যে কয়েকটা রিক্সা রয়েছে তাঁর চালকদের সংসার চালানো ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এসব কিছুর পিছনে রয়েছে আধুনিক যান টোটো।

বাজারে আসার পর থেকে হুহু করে প্রচুর টোটো বিক্রি হয়েছে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিকাংশ চালকরা তাঁদের রিক্সা বিক্রি করে টোটো কিনেছে। আর তাতে বাধ সেধেছে রিকসা চালকদের রুজি রোজগারে। উপযুক্ত রোজগার না হওয়ায় তাঁদের দিন আনা দিন খাওয়া সংসারের লক্ষীর ভাঁড়ে টান পড়েছে।

প্রতিদিন সকাল হতেই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন চালকরা ভাড়ার আশায়। তারপর ভাগ্যক্রমে কোনও ভাড়া

এরপর ৩ পাতায়

বালাগঞ্জ প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন

সভাপতি জিল্লুর, সম্পাদক আমির

আতাউর রহমান কাওছার, সিলেট (বাংলাদেশ) থেকে : নিউজ সারাদিন : সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে 'সত্যের সাথে ঐক্য মোরা' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বালাগঞ্জ প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গঠন উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বালাগঞ্জ সদরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক মুহিব হাসান।

দৈনিক শ্যামল সিলেটে কর্মরত সাংবাদিক রোটারিয়ান কবির আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন প্রিণ্ট,

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

বালাগঞ্জ প্রেসক্লাবের কমিটি গঠনসভাপতি জিল্লুর, সম্পাদক আমির

ইলেক্ট্রনিক্স ও অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় দৈনিক সিলেটের ডাক-এর বালাগঞ্জ প্রতিনিধি মো. জিল্লুর রহমান জিলুকে সভাপতি, দৈনিক জালালাবাদ-এর বালাগঞ্জ প্রতিনিধি মো. আমির আলীকে সাধারণ সম্পাদক এবং দৈনিক নয়া কণ্ঠ প্রতিনিধি শুয়াইবুর রহমান খানকে অর্থ সম্পাদক করে ১১সদস্য বিশিষ্ট বালাগঞ্জ প্রেসক্লাবের ত্রি-বার্ষিক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

গঠিত কমিটির অন্য দায়িত্বশীলরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহাব উদ্দিন শাহীন (সাপ্তাহিক বালাগঞ্জ বার্তা), সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমদ (দৈনিক সূর্যোদয়), দফতর ও প্রচার সম্পাদক শেখ জাহিদ হাসান (দৈনিক আমার বাংলা) এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাহজাহান গাজী (ডেইলি নিউজ পোর্টাল টোয়েন্টিফোর)।

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য মুহিব হাসান (দৈনিক নয়া দিগন্ত), সদস্য রোটারিয়ান কবির আহমদ (দৈনিক শ্যামল সিলেট), সদস্য আতাউর রহমান কাওছার (দৈনিক জৈন্তাবার্তা, দৈনিক আলোর জগত) এবং সদস্য আবু তাহের (বাংলা টাইম এন্ড টিউন)।

আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের

এক জানালা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা (এসডাব্লুআইটিএস)-এর সূচনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুজরাটের আমেদাবাদে ৮০০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেছেন। এরমধ্যে রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ, আবাসন ও আর্থিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। এর আগে শ্রী মোদী আমেদাবাদ ও ভুজের মধ্যে দেশের প্রথম নমো ভারত র্যা পিড রেল চলাচলের সূচনা করেন। নাগপুর-সেকেন্দ্রাবাদ, কোলহাপুর-পুনে, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট-বেনারস, দুর্গ-বিশাখাপত্তনম, পুনে-হুবাল্লি এবং বারাণসী ও দিল্লির মধ্যে প্রথম ২০ কামরার বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রারও সূচনা করেছেন তিনি। এছাড়া আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের এক জানালা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা (এসডাব্লুআইটিএস)-এর সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গণপতি মহোৎসব ও মিলাদ-উন-নবি সহ বিভিন্ন উৎসবের উল্লেখ করে বলেন, সারা দেশ যখন উৎসবে মেতেছে তখন ভারতের উন্নয়নের উৎসবও চলছে। নমো ভারত র্যা পিড রেলকে গুজরাটের মুকুটের নতুন পালক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরফলে দেশের শহরাঞ্চলে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক অর্জন করা সম্ভব হল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাজার হাজার পরিবার আজ তাদের নতুন বাড়িতে প্রবেশ করতে চলেছেন। আবার আজই হাজার হাজার পরিবারকে তাদের আবাসন তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে। তাদের সবার কাছে এই উৎসব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গুজরাটের বিভিন্ন অংশে বন্যার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এজন্য উৎসবের মধ্যেও বিষাদের ছায়া পড়েছে। এই প্রথম এতো কম সময়ে গুজরাটে এতো ভারি বৃষ্টি হল। বন্যায় প্রাণহানির জন্য শোকপ্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও পুনর্বাসনে সর্বতো সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম গুজরাট সফর। গুজরাট তার জন্মভূমি, এখানেই তিনি জীবনের সমস্ত শিক্ষা লাভ করেছেন। গুজরাটের মানুষ তাদের ভালোবাসা তাঁকে উজাড় করে দিয়েছেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে যেমন অনুভূতি হয়, তাঁরও তেমন মনে হচ্ছে। এখান থেকে নতুন শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে তিনি ফিরবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৬০ বছরের মধ্যে এই প্রথম দেশের মানুষ কোনো সরকারকে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এনে ইতিহাস তৈরি করেছেন। নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে নির্বাচনী প্রচারের সময় যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে ১৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ৩ কোটি নতুন বাড়ি নির্মাণের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। গুজরাটের হাজার হাজার পরিবারও পাকা বাড়ি পেয়েছেন। শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সহায়তায় তাঁর সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছে। শহরে শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা, কারখানার শ্রমিকদের জন্য বিশেষ আবাসন নির্মাণ, কর্মরতা মহিলাদের জন্য হস্টেল নির্মাণ- সব ক্ষেত্রেই কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সরকার বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। কয়েকদিন আগেই সত্তরোর্ধ সব ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিমার আওতায় আনা হয়েছে। এবার থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের তাদের বাবা-মায়ের চিকিৎসা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই ৪ কোটি যুবক-যুবতীর জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকার বিশেষ প্রধানমন্ত্রী প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো সংস্থা নতুন কাউকে নিয়োগ করলে সরকার তার প্রথম মাসের বেতন দেবে বলে জানিয়েছে। মুদ্রা ঋণের ঊর্ধ্বসীমা ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ৩ কোটি লাখপতি দিদি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আগেই ১ কোটি লাখপতি দিদি ছিলেন, প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে আরও ১১ লক্ষ নতুন লাখপতি দিদি হয়েছেন। তৈলবীজ চাষিদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানো হয়েছে। কৃষকদের সয়াবিন ও সূর্যমুখী চাষে উৎসাহ দিতে বিদেশ থেকে তেল আমদানির ওপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। বিদেশে ভারতীয় ধান ও পেঁয়াজের চাহিদা বাড়তে থাকায় সরকার বাসমতি চাল ও পেঁয়াজের রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০০ দিনে রেল, সড়ক, বন্দর, বিমান বন্দর ও মেট্রোর কয়েক ডজন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজও গুজরাটের বহু সংযোগ প্রকল্পের শিলান্যাস করা হল। তিনি নিজে গিফট সিটি স্টেশন থেকে মেট্রোয় সফর করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। গত ১০০ দিনে দেশের বহু শহরে মেট্রো সম্প্রসারণের প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে টোটোর ভিড়ে আজ আরও ব্রাত্য রিক্সা

জুটলে কিছু কামাই হয়। কপাল ভালো যায় সেদিন, যেদিন গলদঘর্ম হয়ে ছায়াতে বসে বিড়িতে সুখের টান দিয়ে ঠান্ডা মিঠেল হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নেন ওঁরা।

তারপর সংসারের সমস্যা নিয়ে নানা চিন্তা রোমন্থন করতে থাকে। ভাবে যদি আমারও বেশ কিছু টাকা থাকলে টোটো কিনে সংসারের অভাব অনটন মেটাতাম। কিন্তু হায় ভাগ্যের পরিহাস। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে এক রিক্সা চালক রতন সরকার বলেন, “কী আর করব টোটো হয়ে যাওয়াতে আমাদের ব্যাবসা কমেছে ঠিকই তেমনি ভাড়া পেলে আনন্দের সীমা থাকে না। মাঝে মাঝে ভাবি ঋণ নিয়ে আমিও টোটো কিনবো কিন্তু ভয় পাই যদি ঋণ শোধ করতে না পারি। এই আছি বেশ আছি যতদিন চলে চলুক না।”

টোটো নিয়ে বিশ্বপ্রীয় সাহা নামে এক সমাজসেবী ও লেখক বলেন, ”যদি বিচার করে দেখা যায় টোটোতে পরিবেশ দূষন হয় না এবং অনেক যাত্রী একসঙ্গে নেওয়া যায়। সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমও হয় না। আবার মানবিকতার বিচার করলে সত্যি রিকসা চালকরা আজ ব্রাত্য হয়েছে। যখন তারা ভাড়া পায় না তখন তাদের করুণ মুখগুলি মনকে ভীষন নাড়া দেয়। আমার মতে সরকার যদি এদের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করে তা হলে হয়তো এরা বেঁচে যাবে।” তবে বলাই বাহুল্য আধুনিক সময়ে টোটোর ভিড়ে রিক্সা ব্রাত্য হয়েছে!

১-ম পাতার পর

হুগলি জেলার বন্যা কবলিত আরামবাগ, পুরশুরা এলাকা পরিদর্শনে বুধবার দুপুরে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখছেন কেমন স্রোত জলের! ৭০ শতাংশ যখন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন কেন জল ছাড়ে না ডিভিসি! বাংলা আর কত বঞ্চনা সহ্য করবে!হুগলির পরশুড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা জলমগ্ন। বহু জায়গায় এক তলা বাড়ির পুরোটাই ডুবে গিয়েছে। ইতিমধ্যে হুগলির খানাকুলে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে এনডিআরএফ। এই জল ছাড়ার ফলে বন্যা হয়ে যাওয়ায় হুগলির আরামবাগের গরীব খেটে খাওয়া মানুষেরা কাজকর্ম হারিয়েছে। আজকের এই এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিষ সেন সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

১-ম পাতার পর

জটিলতা অনেক, মন্ত্রিসভায় পাশ হলেও এক দেশ-এক নির্বাচন কার্যকর হওয়া কঠিন

নির্বাচন কার্যকর করতে হলে সংবিধানের পাঁচটি ধারা সংশোধন করতে হবে। এই মুহূর্তে সংসদে মোদি সরকারের যা সংখ্যাবল তাতে এই প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে জোট শরিকদের তো বটেই এনডিএ জোটের বাইরেও একাধিক দলের সমর্থন জোগাড় করতে হবে বিজেপিকে।দ্বিতীয়ত, ভারত বিশাল দেশ। ২৯টি রাজ্য, ৮টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও ১৪০ কোটি জনসংখ্যা। এত দল এত রাজ্য। ১৯৫২ থেকে যে নির্বাচন শুরু হয়, তখন এত রাজ্য ও রাজনৈতিক দল ছিল না। সেসময় এক দেশ এক নির্বাচন চালু করাটা যতটা সহজ ছিল, এখন ততটাই কঠিন। এখন প্রতি বছর কোনও না কোনও রাজ্যে ভোট হচ্ছে। সেই সব বিধানসভার মেয়াদও আলাদা আলাদা সময় শেষ হচ্ছে। সেই সব রাজ্যের নির্বাচনকে একত্রে করানোটা বড়সড় চ্যালেঞ্জ। কেন্দ্র ২০২৯-এ সব রাজ্য এবং কেন্দ্রের ভোট একসঙ্গে করাতে চাইছে। এদিকে বাংলার ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে হয় তিন বছরের মাথায় নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দিতে হবে অথবা বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ ২০২৯ পর্যন্ত বাড়াতে হবে। বাংলার মতো এমন বহু রাজ্যে নির্বাচিত সরকার ভাঙতে হবে বা কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে। আগামিদিনে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে অনেক রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ কমাতে হবে। আবার অনেক রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ বাড়াতেও হবে। তাতে প্রবল আপত্তি আসতে পারে সেই রাজ্যের সরকারগুলির থেকে। তৃতীয়ত, যে কোনও সময় দল ভাঙিয়ে সরকার ফেলে দেওয়া যায়। এক দেশ এক নির্বাচন কার্যকর হওয়ার পর কেন্দ্রে বা কোনও রাজ্যে পাঁচ বছরের আগেই নির্বাচিত সরকার পড়ে গেলে, ত্রিশঙ্কু লোকসভা বা বিধানসভার ক্ষেত্রে বা অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার পড়ে গেলে কী হবে, সেটাও ভাবনার বিষয়। বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হলে এবং অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে বাকি সময়টুকুর জন্য আলাদাভাবে নির্বাচনের আয়োজন করা যেতে পারে বলে সুপারিশ করেছে এক দেশ এক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটি। সেক্ষেত্রে 'এক দেশ-এক নির্বাচনের' মূল উদ্দেশ্যই সাধিত হচ্ছে না।

১-ম পাতার পর

অন্তর্বর্তী সরকারের উপরে চটলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতারা? উঠল নিরপেক্ষ হওয়ার দাবি

দেশে অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ যেমন কাউকেই সমর্থন করছেন না। ছাত্রদের এই দলের লক্ষ্য হল, বাংলাদেশে এমন এক সরকার গড়ে তোলা, যারা দেশে সুশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং স্বৈরাতান্ত্রিক মনোভাব থেকে দূরে থাকবে।বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের মতে দেশে এক নিরপেক্ষ সরকার গঠন হোক। ইতিমধ্যেই বিএনপির বেশ কিছু সমর্থক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নাটোরে আয়োজিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে নিহতদের পরিবারের সাক্ষাৎ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে মত বিনিময় সভায় সম্প্রতি বিএনপির সমর্থকেরা অতর্কিতে হামলা চালায়। নাটোরের অনিমা চৌধুরী অডিটোরিয়ামে ঘটনাটি ঘটে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মতে, বিএনপি তাঁদের ভয় পাচ্ছে, তারজন্যই তারা সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা হাসনাতের কথা শুনলেই বুঝতে পারা যায়, তাঁদের সংগঠন বাংলাদেশে অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বিএনপির সমর্থকদের সঙ্গে তাদের ঘন ঘন সংঘাত এটি আরও প্রকট করে তুলেছে ।বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটাই উদ্দেশ্য দেশে অগণতান্ত্রিকতা, ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ। সঙ্গে এমন এক স্বতন্ত্র সরকারের উন্মোচন যা বাংলাদেশকে সঠিক দিশা দেখাবে। বিগত কয়েকমাস ধরে বাংলাদেশে যে টালমাটাল পরিস্থিতি তা নিয়ে চিন্তিত গোটা বিশ্বের রাজনীতি। হাসনাত আব্দুল্লাহ বিএনপিকেও একহাত নিয়েছেন, তাঁদের কপটতা ও গুণ্ডাবৃত্তির জন্য। হাসনাতের মতন, সরকার ফিরে ফিরে আসে। তাঁর মতে ফ্যাসিবাদের সিম্বল, বিভিন্ন ইস্যু তৈরী করে মানুষকে ব্যস্ত রাখা। ফোকাস থেকে সরিয়ে আনা। হাসনাত আরও জানান, বিএনপি কি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থা মারাত্মক টালমাটাল অবস্থা দিয়ে চলছে। অন্তর্দেশীয় কোলাহল থেকে শুরু করে বহির্বিশ্বে বিপুল ঋণ। সব দিক থেকে অসুবিধার ভিতরে থাকা এই দেশ ছাত্র বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন আর অন্তর্বর্তী সরকারের দেখানো পথে এগোচ্ছে। বিএনপি যে দেশের পক্ষে অশুভ এক শক্তি তা তাঁর কথাতেই পরিষ্কার।যেখানে বাংলাদেশ গোটা এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেখানে দলগুলির এই পারস্পরিক কলহ, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি করে চলেছে। বলাই চলে ছাত্ররা গোটা বাংলাদেশকে বর্তমানে চালনা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সমর্থনে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা পেলেও, তাদের নিজেদের ভুলে তাঁরা প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অথবা ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে। যার ফলে বিএনপির মতন বিরোধী শক্তিগুলিও সুবিধা পাচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ শানানোর। বিএনপির একের পর কাজ বাংলাদেশকেও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৫৬ সংখ্যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০২ আশ্বিন্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ভারতের মহিলা ক্ষমতায়নের প্রতিচ্ছবি

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ওড়িশা সরকারের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি 'সুভদ্রা' প্রকল্পের সূচনা করেছেন। এটি বৃহত্তম মহিলা-কেন্দ্রিক প্রকল্প। ১ কোটিরও বেশি মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ১০ লক্ষেরও বেশি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর কর্মসূচিরও সূচনা করেন। শ্রী মোদী ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন এবং ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জাতীয় সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার আওতায় ১৪টি রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাপ্রাপকের প্রথম কিস্তি মঞ্জুর করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ ও নগর)-এর আওতায় ২৬ লক্ষেরও বেশি সুবিধাপ্রাপকের গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। এরপর, শ্রী মোদী আবাস+ ২০২৪ অ্যাপ-এর সূচনা করেন। এই অ্যাপটি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার আওতায় অতিরিক্ত আবাস বিষয়ক সমস্ত রকম সমীক্ষার কাজে সহায়ক হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (নগর) ২.০-র কার্যকর নির্দেশিকাও জারি করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে এই অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারায় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান তাঁকে এখানকার জনগণের ও ভগবান জগন্নাথের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদ তাঁর উপর থাকায় এসব সম্ভব হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণেশ উৎসবের এই সময় এবং আজ অনন্ত চতুর্দশী ও বিশ্বকর্মা পূজার পবিত্র দিনে এই কর্মসূচির উদ্বোধন হ'ল। বিশ্বে ভারত হ'ল একমাত্র দেশ, যেখানে দক্ষতা ও শ্রমকে ভগবান বিশ্বকর্মা রূপে পুজো করা হয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী এই উপলক্ষে সকলকে তাঁর শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ওড়িশার মা ও বোনেদের জন্য এই পবিত্র দিনে তিনি সুভদ্রা প্রকল্প উদ্বোধন করার সুযোগ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ভগবান জগন্নাথের এই ভূমি থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩০ লক্ষেরও বেশি পরিবারের হাতে পাকা বাড়ি তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় ২৬ লক্ষ এবং শহর এলাকায় ৪ লক্ষ বাড়ি বন্টন করা হয়েছে। ওড়িশায় আজ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী অভিভূত। তিনি এই উপলক্ষে ওড়িশা তথা দেশবাসীকে অভিনন্দিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, প্রথমবার তাঁর ওড়িশা সফরের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ভোটের প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, "ডবল ইঞ্জিন সরকার" ক্ষমতায় এলে ওড়িশা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের স্বপ্ন পূরণের সময় এসেছে। দলিত, আদিবাসী, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী, মহিলা, যুবক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের আকাঙ্ক্ষা এখন বাস্তবে পরিণত হবে। দ্রুতগতিতে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ হচ্ছে বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর দেওয়া যেসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার তালিকা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরীতে শ্রী জগন্নাথের ৪টি দরজায় এখন জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের রত্ন ভান্ডার খোলা হয়েছে। ওড়িশার জনগণের সেবায় বিজেপি সরকার সর্বদা সচেষ্ট বলে মন্তব্য করেন তিনি। জনগণের সমস্যাগুলির যেন সমাধান হয়, তা নিশ্চিত করতে যেভাবে সরকার জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই কাজের জন্য শ্রী মোদী ওড়িশা সরকারকে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটি বিশেষ, কারণ বর্তমান সরকার আজ তার কার্যকালের ১০০ দিন পূরণ করল। এই সময়কালে দেশের দরিদ্র, কৃষক, যুবক ও মহিলাদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী গত ১০০ দিনে তাঁর সরকারের সাফল্যের তালিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দরিদ্রদের জন্য ৩ কোটি পাকা বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুবকদের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার যে কোনও বেসরকারি চাকরিতে যোগ৭দানকারী যুবসম্প্রদায়ের প্রথম মাসের বেতন দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে। মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা আরও ৭৫ হাজার বাড়ানো হয়েছে। ২৫ হাজার গ্রামকে পাকা সড়কের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। ৬০ হাজার আদিবাসী গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য আনা হয়েছে নতুন পেনশন প্রকল্প। উদ্যোগপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য কর কমানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০০ দিনে দেশ দেখেছে কিভাবে ১১ লক্ষ লাখপতি দিদি তৈরি করা হয়েছে। তৈলবীজ এবং পেঁয়াজ চাষীদের জন্য নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ভারতীয় চাষীদের উৎসাহ দিতে বাইরে থেকে আনা তেলের উপর আমদানী শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, বাসমতি চালের রপ্তানী শুল্ক কমানো হয়েছে। শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কমানো হয়েছে। এর ফলে, কৃষকরা প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়াও, বিগত ১০০ দিনে প্রত্যেকের জন্যই আরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

কোনও দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা অর্থাৎ, মহিলারা যখন উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন, তখনই কোনও দেশ যথাযথভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে বলেও শ্রী মোদী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ওড়িশার উন্নয়নে মহিলাদের অগ্রগতি ও তাঁদের ক্ষমতায়ন মূল চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, ভগবান জগন্নাথের পাশাপাশি মাতা সুভদ্রার উপস্থিতি এখানে মহিলা ক্ষমতায়নের কথাই তুলে ধরছে। শ্রী মোদী বলেন, 'মাতা সুভদ্রা রূপী সব মা, বোন ও কন্যার কাছে আমি নত মস্তক হই'। প্রধানমন্ত্রী, ওড়িশার বিজেপি সরকার তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হিসেবে এই রাজ্যের মা ও বোনেদের সুভদ্রা যোজনা উপহার দেওয়ার সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ওড়িশার ১ কোটিরও বেশি মহিলা এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন। শ্রী মোদী আরও বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের মোট ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। এই অর্থ সরাসরি সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। আরবিআই -এর ডিজিটাল কারেন্সি প্রকল্পের সঙ্গে এই প্রকল্প যুক্ত বলে তিনি জানান। দেশে প্রথম এ ধরনের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করায় ওড়িশার মহিলাদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী সুভদ্রা যোজনার সুবিধা যেন ওড়িশার সব মা, বোন ও কন্যারা পান, সেই বিষয়ে জোর দেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ মহিলাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ভারতের মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রতিচ্ছবি', বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সমগ্র দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার গৃহ প্রবেশ করেছে এবং প্রায় ১৫ লক্ষ নতুন সুবিধাপ্রাপক আজ প্রকল্প অনুমোদনের চিঠি পাচ্ছেন। ১০০ দিনের স্বল্প সময়ে ১০ লক্ষেরও বেশি সুবিধাপ্রাপকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা ওড়িশার পবিত্র ভূমি থেকেই এই বিশেষ কাজের সূচনা করেছি এবং ওড়িশার বহুসংখ্যক দরিদ্র পরিবার এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন"। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজ যাঁরা নতুন পাকা বাড়ি পাচ্ছেন, তাঁদের জীবনে এক বিশেষ পথ চলার সূচনা হ'ল। আদিবাসী পরিবারগুলির গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের মুখের হাসি ও সন্তোষ তিনি কখনই ভুলতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, "এই অভিজ্ঞতা আমার সমগ্র জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে। এই আনন্দ আগামী দিনে দরিদ্র, দলিত এবং পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজের জীবনে পরিবর্তন আনবে এবং তা আগামী দিনে আমাকে আরও বেশি কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে"। উন্নত রাজ্য হওয়ার জন্য সবকিছুই ওড়িশার কাছে মজুত রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এখানকার যুবক-যুবতীদের মেধা, মহিলাদের ক্ষমতা, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প ক্ষেত্রের সম্ভাবনা এবং পর্যটনের অপার সুযোগ রয়েছে। বিগত ১০ বছরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সময় তাঁর সরকার সবসময়েই ওড়িশাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে দিনের আলো দেখেনি, এমন বিভিন্ন প্রকল্প ওড়িশায় বর্তমানে বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। আয়ুষ্মান যোজনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওড়িশার জনগণও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন এবং ৭০ বছরের বেশি বয়স্করা বিনামূল্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি বলেন, "লোকসভা নির্বাচনের সময় মোদীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে"। প্রধানমন্ত্রী ওড়িশায় বসবাসকারী দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগণের কথা উল্লেখ করে বলেন, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই জনগণ হলেন অন্যতম অংশীদার। আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের জন্য পৃথক মন্ত্রক গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আদিবাসী জনগণকে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার জমি, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই এর লক্ষ্য। মাননীয় রাষ্ট্রপতির এই রাজ্য ওড়িশা এই প্রথম সরকার কোনও আদিবাসী মহিলাকে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওড়িশায় বহু আদিবাসী সম্প্রদায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী জন মন যোজনার কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের সহায়তার জন্যই এই প্রকল্প চালু হয়েছে এবং ওড়িশায় এ ধরনের ১৩টি আদিবাসী সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরনের সম্প্রদায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী জন মন যোজনার আওতায় সব সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শিকল সেল অ্যানিমিয়া থেকে আদিবাসী এলাকাগুলিকে মুক্ত করার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালানো হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, "ভারত বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী দক্ষতাগুলি সংরক্ষণে বিশেষ নজর দিয়েছে। দেশে হাজার হাজার বছর ধরে যেসব স্বর্ণকার, কুমোর, কয়লা শ্রমিক, ভাস্কর শিল্পী পিছিয়ে ছিলেন, তাঁদের উন্নয়নে বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্বকর্মা জয়ন্তীর দিন গত বছর চালু হয়েছে বিশ্বকর্মা যোজনা। সরকার এই প্রকল্পে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ মানুষ তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়ার যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সেকথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি উন্নত ভারতের অন্যতম শক্তি হয়ে উঠবে বলেও আস্থা প্রকাশ করেন শ্রী মোদী। ওড়িশার উপকূল রেখার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে, যা ওড়িশার অন্যতম সম্পদ। তিনি বলেন, "আগামী পাঁচ বছরে ওড়িশার সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমাদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে হবে"। রেল ও সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রী মোদী বলেন, লাঞ্জিগড় রোড- আম্বোডালা - ডৈকালু রেল লাইন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। এছাড়াও লখিমপুর রোড - সিঙ্গারাম - টিকরি রেল লাইন এবং ঢেনকানাল - সদাশিবপুর - হিন্দোল রোড রেল লাইনও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি বলেন, পারাদ্বীপ বন্দর থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু হয়েছে আজ। নতুন এই পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি বিপুল সংখ্যায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং এর দ্বারা ওড়িশার যুবসম্প্রদায় উপকৃত হবেন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, পুরী থেকে কোণারক পর্যন্ত রেল লাইন এবং উচ্চ প্রযুক্তির 'নমো ভারত র‍্যাপিড রেল'-এর কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। আধুনিক পরিকাঠামো ওড়িশার জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বারোন্মোচিত করবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, দেশ আজ 'হায়দরাবাদ লিবারেশন ডে' উদযাপন করছে। ভারত বিরোধী সমস্ত শক্তির মোকাবিলা করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সর্দার প্যাটেলের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশে স্বাধীনতার সময়ে গণেশ উৎসবের ভূমিকা কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশাত্মবোধের চিন্তাভাবনাকে জাগ্রত করতে লোকমান্য তিলক এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। গণেশ উৎসব একতার অন্যতম পরিচায়ক। সমাজের সব অংশের মানুষ একাত্ম হয়ে এই উৎসব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, ধর্ম এবং জাতপাতের ভিত্তিতে যাঁরা সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। কর্ণাটকে গণেশ উৎসব উদযাপনের সময় ভগবান গণেশের মূর্তি ভাঙার ঘটনাটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর বিরুদ্ধে যারা ঘৃণা সৃষ্টিকারী বার্তা ছড়াচ্ছেন, তারা সমাজের জন্য বিপজ্জনক। এই ধরনের ঘৃণা সৃষ্টিকারী শক্তিকে সামনে এগিয়ে আসা থেকে বাধা দিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওড়িশা তথা সমগ্র দেশ সাফল্যের নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে এবং আরও অনেক নতুন মাইলফলক অতিক্রম করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। তিনি বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ওড়িশার রাজ্যপাল শ্রী রঘুবর দাস, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মাঝি এবং অন্যান্যরা। প্রেক্ষাপট: সুভদ্রা প্রকল্পের আওতায় ২১ থেকে ৬০ বছর বয়সী সুবিধাপ্রাপকরা ৫০ হাজার টাকা পাবেন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষ-এই ৫ বছর সময়কালে প্রতি বছর দুটি সমান কিস্তিতে ১০ হাজার টাকা করে সরাসরি সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বেহুলা বললো, 'তুমি শুধু বাঁ হাতে একটি ফুল দাও, তাহলেই খুশি হবে মনসা।' চাঁদ বললো, 'আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে ফুল দেবো।' তাই হলো। মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল হেলাভরে ছুঁড়ে দিল চাঁদ। মনসা তারপরও খুশি। আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পুজো।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

একজন প্রতারক আর একজন নিষ্ঠুর লোক। এরা সবাই দুষ্ট আর সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মানুষ। তাই বছরে একবার মা দুর্গাকে স্মরণ করে আমরা এসব অশুভ শক্তির বিনাশ করার চেষ্টা করি। আমরা যেমন ঘর-সংসার, স্বামীসন্তান, আত্মীয়পরিজন ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমরা দুর্গার ক্ষেত্রেও তা-ই দেখতে চেয়েছি। লৌকিক দুর্গা আমাদের মধ্যে দেখা দেন সপরিবার। বাঙালির আপন মনের মাধুরী মেশানো দুর্গা তার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাস থেকে হিমালয়ের ঘরে বাপের বাড়ি আসেন। বাঙালির ঘরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মতো আনন্দ। যেমন পরিবারে সবাই আপন, সে রকম জগজ্জননীর বিশ্বসংসারে আমরা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ, ব্যবসায়ী বৈশ্য, শাসনকর্তাসবাই বিশ্বজননীর সন্তানসরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মতো সবাই আপন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য মা দুর্গা সর্বদাই উদ্বীব। তাই ১০ দিক থেকে সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ১০ হাতে ১০ অস্ত্র ধরেছেন। তবে বাঙালি যেভাবে দুর্গাপূজাকে আত্মস্থ তথা জীবনের অঙ্গ হিসেবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতায় শুরু হল এনিমি প্রপার্টি বা শত্রু সম্পত্তির সমীক্ষা

বেবি চক্রবর্তী:কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কলকাতায় শুরু হল এনিমি প্রপার্টি বা শত্রু সম্পত্তির সমীক্ষা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট এই সমীক্ষার শুরু করল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ান জওয়ান এনে এই সমীক্ষা শুরু করেছে এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট। রাজাবাজারে প্রায় ৪৪ কাঠা জমির উপরে দীর্ঘদিন ধরেই বসবাস করছেন প্রায় ৭০০০ বাসিন্দা, রয়েছে ২৫টি দোকান। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এখানকার অনেক নাগরিকই এই সম্পত্তি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। তারা কেউ এই সম্পত্তি দাবি না করায়, তা এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের অধীনস্থ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই সমীক্ষার কাজ শুরু করতে এসেছিলেন এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা। তখন তাদের উপরে এলাকার মানুষজন চড়াও হয়েছিলেন, ফলে কাজ বাকি রেখেই চলে যেতে হয়েছিল তাদের। এরপর এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে

সমীক্ষা করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে মূলত বলা হয়েছে যে এই এনিমি প্রপার্টিতে কতগুলি বেআইনি নির্মাণ তৈরি করা হয়েছে, তার তালিকা তৈরি করতে হবে। সেগুলি আদৌ ভাঙা হয়েছে কি না, তার তালিকাও তৈরি করা হবে। এছাড়া কতজন এই এনিমি প্রপার্টিতে বসবাস করছেন, এবং কতজন কর দিচ্ছেন, সেই তালিকাও তৈরি করা হবে। সমস্ত তালিকা সহ সমীক্ষার রিপোর্ট, স্ট্যাটাস রিপোর্ট হিসেবে তৈরি করে সুপ্রিম কোর্টে এবং দিল্লিতে থাকা এনিমি প্রপার্টি ডিসপোজাল কমিটিতে পাঠানো হবে। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি ও কলকাতা এনিমি প্রপার্টি ইনচার্জ বলেন, "এনিমি প্রপার্টি হল যারা পাকিস্তান বা চিন যুদ্ধের সময় অন্য দেশে চলে গিয়েছেন, তাদের রেন্টও অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল। এটা আটকাতেই সরকারের এই পদক্ষপ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বলেন, "যদি সম্পত্তির মূল্য বা ভ্যালু ১ কোটি টাকার নীচে হয়, তবে যারা এই সম্পত্তিতে থাকেন তারা ইপিডিসির মাধ্যমে সম্পত্তি কিনে নিতে পারেন। এর বেশি হলে, তা অনলাইন বিডিং হবে। এই প্রেফারেন্স পেতে হলে, আগে রেন্টাল সিস্টেমের অধীনে আসতে হবে।"কেন্দ্রের তরফে এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের সম্পত্তিতে যারা বসবাস করছেন, তাদের তিনটি শর্ত দিতে। প্রথমত, এই সম্পত্তিতে যারা বসবাস করছেন, তারা সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের অধীনে চলে আসবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে এই সম্পত্তি কর দেবেন। তাদের আর কলকাতা পুরসভাকে সম্পত্তি কর দিতে হবে না। দ্বিতীয়ত, এই সম্পত্তিতে যেহেতু তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন, তারা এই সম্পত্তি কিনে নিতে পারেন। তৃতীয়ত, এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ খালি করে দিতে হবে অথবা এনিমি প্রপার্টি ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে ৪ হাজার ৩০১টি এই ধরনের সম্পত্তি রয়েছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টের অধীনস্থ।

৩ পাতার পর

আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের এক জানালা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা (এসডাব্লুআইটিএস)-এর সূচনা

করেন। গুজরাটের জন্য আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমেদাবাদ ও ভুজের মধ্যে নমো ভারত র্যা পিড রেল চলাচলের সূচনা হল। মধ্যবিত্ত পরিবারের যাদের কাজ, ব্যবসা বা লেখাপড়ার জন্য প্রতিদিন এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াত করতে হয়, এর ফলে তাঁদের ব্যাপক সুবিধা হবে। আগামীদিনে দেশের অন্যান্য শহরেও এই পরিষেবা সম্প্রসারিত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ১০০ দিনে বন্দে ভারত নেটওয়ার্কের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তা নজিরবিহীন। আজ ১৫টিরও বেশি রুটে বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১২৫টিরও বেশি বন্দে ভারত ট্রেন যাতায়াত করছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে এক সুবর্ণ সময়, অমৃতকাল। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে গুজরাটের মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন গুজরাট ভারতকে প্রথম মেড ইন ইন্ডিয়া সি ২৯৫ এয়ারক্রাফট উপহার দেবে। সেমিকন্ডাক্টর মিশনেও গুজরাটের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। পেট্রোলিয়াম, ফরেন্সিক থেকে শুরু করে প্রতিটি আধুনিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য গুজরাটে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠায় সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও গুজরাটে তাদের ক্যাম্পাস খুলতে চাইছে। সংস্কৃতি থেকে শুরু করে কৃষি ক্ষেত্র- সব জায়গাতেই গুজরাট বিশ্বে একটা ছাপ রাখছে। গুজরাট এখন খাদ্যশস্য রপ্তানী করছে যা একসময় অভাবনীয় ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা গোটা প্রজন্ম গুজরাটের উন্নয়নে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। লালকেল্লা থেকে তাঁর দেওয়া ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেসব পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে না সেগুলি খারাপ গুণমানের, এমন ধারণা থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভারত সহ গোটা বিশ্বে উচ্চ গুণমানের পণ্য উৎপাদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে গুজরাটের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন সংকল্প নিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে, সারা বিশ্ব তা দেখছে। তিনি বলেন, "আজ সারা বিশ্ব ভারত এবং ভারতীয়দের দু-হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে। সবাই ভারতের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে চায়।

আন্দোলন আরও তীব্রতর করে তুলুন', কর্মবিরতি নিয়ে সিদ্ধান্ত জানালেন জুনিয়র ডাক্তাররা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তারদের বেশ কয়েক দফা দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি মেনে ইতিমধ্যে পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানো হয়েছে বিনীত গোয়েলকে। তারপরও কর্মবিরতিতে অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা। স্বাস্থ্য ভবনের সামনে তাঁদের আন্দোলনও জারি রয়েছে এখনও। হাসপাতালগুলিতে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বদলে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করার কথাও বলছেন আন্দোলনকারীরা। ঢেলে সাজাতে হবে হাসপাতালের পরিকাঠামোগুলিকে। তাই জনসাধারণের কাছে তাঁদের দাবি,আন্দোলনকে আরও তীব্রতার করে তুলতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সরকার লিখিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া কর্মবিরতি নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এবার দ্বিতীয়দফার বৈঠক। আজ, বুধবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন তাঁরা। তার আগে জনসাধারণের কাছে তাঁরা আর্জি জানালেন আন্দোলন যাতে আরও তীব্রতর করা হয়।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে আন্দোলনকারীরা বলেন, "আমাদের আন্দোলনের চাপেই সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই, সরানো হয়েছে পুলিশ কমিশনারকে। সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, কাজে ফিরতে ভয় পাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভয়ের পরিবেশ বজায় রয়েছে বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।আন্দোলনকারীরা বলেন, আমরা চাইছি প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে রেস্টরুম, বাথরুম, রেস্টোরুমের সামনে সিসিটিভি, প্যানিক বাটন, হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে মহিলা পুলিশকর্মী মোতায়েন করতে হবে। টাস্ক ফোর্স গঠন করার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া দুর্নীতি নির্মূল করার কথা বলছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁরা চান, কেন্দ্রীয় রেফারেল সিস্টেম তৈরি হোক, কোন হাসপাতালে কটি বেড খালি রয়েছে, সেই বিষয়ে যাতে রোগীরা জানতে পারেন।

সিনেমার খবর

cinema TV

সমালোচকদের পাল্টা কি জবাব দিয়েছিলেন আনুশকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৩ সালে একটি বিজ্ঞাপনের শ্যুটিংয়ের সময় প্রথম দেখা হয়েছিল বিরাট-আনুশকার। সেখানেই প্রেম শুরু। সম্পর্কের কথা কোনও দিনই গোপন করেননি দুই তারকা। ২০১৪-এ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয় ক্রিকেট টিম মুম্বাই ফেরার পরই বিরাট সোজা গিয়েছিলেন আনুশকার বাড়িতে, তার সঙ্গে দেখা করতে। আনুশকার ভারতীয় দলের নিউজিল্যান্ড সফরের সময় বিরাটের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলেন। দু'জনকে একসঙ্গে আইএসএল চলাকালীন গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল। বিরাটের দল এফসি গোয়ার জন্য একসঙ্গে গলা ফাটিয়েছেন। সেই সময় যেখানেই যেতেন বিরাট, সঙ্গে দেখা যেত আনুশকাকে। এ কারণে অনেকেরই চক্ষুশূল হতে হয় অভিনেত্রীকে। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ১ রান করেন বিরাট। সেই সময় ক্রমাগত সমাজমাধ্যমে হেনস্থা হতে হয় আনুশকাকে। গোটা বিষয়টা থিতিয়ে যেতেই পাল্টা উত্তর দেন অভিনেত্রীও।

তবে বলিপাড়ার অন্দরের কানাঘুষো ক্রমাগত সমালোচনার মুখে পড়ে নাকি সম্পর্ক ছেদের সিদ্ধান্তও এক সময় নিয়েছিলেন আনুশকা। সেই সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন সলমন খানের সঙ্গে 'সুলতান' ছবির শুটিং-এ। সালমানেই নাকি ফের কাছাকাছি এনে দেন তাদের।

শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালে ইতালিতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন বিরাট-আনুশকা। তার আগে এক সাক্ষাৎকারে অনুশকা জানান, তাকে গালমন্দ করে লাভ নেই। অভিনেত্রীর কথায়, "এরা সকলেই পেশাদার। ছোট বয়স থেকে ক্রিকেট খেলছেন। ক্রিকেটই জীবন। যারা বলছেন, আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট তারকা নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে সচেতন নন, তাদের বলি নিজের চরকায় তেল দিন।' বরাবরই ঠোঁট কাটা আনুশকা। তবে সে সব সময় অতিক্রম করে এখন স্বামী-স্ত্রী ছাড়া ভামিকা ও অকায়ের অভিভাবক তারা। দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে লন্ডনেই সংসার পেতেছেন চর্চিত দম্পতি।

মালাইকার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে গেলেন অর্জুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরার বাবা অনিল মেহতা মারা গেছেন। প্রাথমিকভাবে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর, ইতোমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। মৃত্যুর খবর পেয়ে মালাইকা দ্রুত পুণে থেকে মুম্বাই চলে আসেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মালাইকার পাশে দাঁড়াতে ঘটনাস্থলে হাজির হন অভিনেত্রী তথা মডেলের প্রাক্তন প্রেমিক অর্জুন কাপুর। আরবাজ খানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরে অর্জুনের সঙ্গে টানা ছ'বছর সম্পর্কে ছিলেন মালাইকা। ২০২৪-এর মে মাসে সেই সম্পর্কে ইতি টানেন তারা।

তারকাদের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, বিচ্ছেদ হলেও নিজেদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখেন তারা। যদিও তা নিয়ে কেউই কখনও সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলেননি। জুন মাসে অর্জুনের জন্মদিনে মালাইকার অনুপস্থিতি দেখেই তাদের অনুরাগীরা নিশ্চিত হন। এরপরে একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেননি। কিন্তু বুধবার প্রাক্তন প্রেমিকার পরিবারে অঘটন শুনেই তার বাড়িতে ছুটে আসেন অর্জুন।

মালাইকার মা জানিয়েছেন, অনিল অরোরার কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল না।

মালাইকার আবাসনে অর্জুনের হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন ছবি শিকারিরা। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মালাইকার ছেলে আরহান খান, আরবাজ খানের ভাই সোহেল খান ও আরও অনেকেই।

সালমানের সঙ্গী হচ্ছেন কাজল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৫ সালের ঈদে আসছে বলিউড ভাইজান সালমান খানের নতুন ছবি। ঈদে 'সিকান্দার' নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি। এই সিনেমায় প্রথমবারের মতো তার বিপরীতে কাজ করবেন দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় নায়িকা রাশমিকা মান্দানা।

এক প্রতিবেদনে এবার জানা যায়, এ সিনেমায় নির্মাতারা আরো একজন নায়িকাকে চূড়ান্ত করেছেন। রাশমিকার পাশাপাশি ভাইজানের সঙ্গী হচ্ছেন কাজল আগরওয়াল। সম্প্রতি কাজল তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে সূর্যমুখী ফুলের তোড়ার একটি ছবি তিনি তার ভিআইপি আইডি কার্ড রেখেছিলেন। ছবির সঙ্গে ট্যাগ করা হয়েছে 'সিকান্দার দিন ১'। ছবিতে তিনি প্রযোজনা সংস্থা নাদিয়াদওয়ালা গ্র্যান্ডসন এন্টারটেইনমেন্ট এবং তার সহ-অভিনেত্রী রাশমিকাকেও ট্যাগ করেছেন।

আরো পড়ুন: 'আলো আসবেই' গ্রুপে অপ্রীতিকর মন্তব্য, সাজু-ঊর্মিলাকে শোকজ

কাজলের শেয়ার করা এই একটি ছবি সিকান্দারে কাজলের অভিনয়ের বিষয়টি ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে স্পষ্ট করেছে, যা দ্রুত ভাইরাল হয়ে উঠেছে। কাজল এবং সালমান এর আগে কখনও স্ক্রিন স্পেস শেয়ার করেননি, ভক্তরা একটি জিনিস নিয়ে সত্যিই উচ্ছ্বসিত, তা হলো এই জুটির মধ্যে নতুন রসায়ন দেখার।

উল্লেখ্য, সিকান্দার সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ সময় পর পর্দায় প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছে সালমান। তার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ছিল টাইগার ৩। 'কাজল'-এর জন্য সিকান্দার আগামী বছর যে তিনটি বড় সিনেমা রিলিজ পেতে চলেছেন, তার মধ্যে একটি।

কমল হাসান অভিনীত ইন্ডিয়ান থ্রি এবং বিষ্ণু মাঞ্চুর পৌরাণিক কান্নাপ্পা, যার মধ্যে কাজল একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিকান্দার মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

ভক্তদের চমকে দিলেন শাহরুখ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগেও বলিউড কিং শাহরুখ খানের চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎই সেই চুল ছেঁটে ফেললেন শাহরুখ! তবে তার এই নতুন হেয়ারস্টাইল ভক্তরা যে অপছন্দ করেছে তা নয়। অনেকেই কিং খানের এই লুকে চমকেও গেছেন। তবে তাদের মনে প্রশ্ন, বলিউড কিং এর এই স্টাইলের পেছনে কোনো নতুন ছবির বার্তা দিচ্ছে কি?

অনুরাগীদের একাংশ মনে করছেন, কিং খানের এই নতুন স্টাইল 'জওয়ান টু' সিনেমার জন্য। গত বছর 'পাঠান' হয়ে বড়পর্দায় কামব্যাক করেছিলেন বলিউড বাদশা। বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিলেন তিনি। তার পরই 'জওয়ান' সুনামির সাক্ষী থাকেন অনুরাগীরা।

'পাঠান' ছবিতে শাহরুখের চুল বড়ই ছিল। 'জওয়ান'-এ কিং খান অভিনয় করেছেন দ্বৈত চরিত্রে। তাতে তার চুল ছোট করেই ছাঁটা ছিল। সেই কারণেই হয়ত শাহরুখের এই নতুন লুকে 'জওয়ান টু'র প্রসঙ্গ তুলেছেন নেটিজেনদের একাংশ। কেউ কেউ আবার মনে করছেন, কিং খানের এই নতুন রূপ পরিচালক জুটি রাজ ও ডিকের নতুন ছবির জন্যও হতে পারে।

'হাউসফুল ৫' সিনেমা দিয়ে ফিরছেন দিনো মোরিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি সিনেমা 'হাউসফুল' এবার নতুন রূপে হাজির হচ্ছে। সিনেমার পরবর্তী কিস্তিতে যুক্ত হয়েছেন বলিউড স্টার দিনো মোরিয়া। সিনেমাপ্রেমীদের জন্য এটি একটি বড় সুখবর। নিজের অনন্য অভিনয় শৈলীতে আবারো ফিরে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ অভিনেতা। 'হাউসফুল ৫'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি।

'হাউসফুল' ফ্র্যাঞ্চাইজি তার কমেডির জন্য পরিচিত। ইতোমধ্যেই অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, ফেরদৌস খান, সঞ্জয় দত্ত এবং জ্যাকি শ্রফের মতো তারকারা নিশ্চিত করেছেন সিনিমাটিতে অভিনয়ের ব্যাপারে। দিনোর যুক্ত হওয়ায় সিনেমাটির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। যদিও তার চরিত্রের বিস্তারিত এখনো গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, তিনি সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। মনে করা হচ্ছে 'হাউসফুল'-এর হাস্যরস এবং হিউমারে সেটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। খবর স্টেটসম্যানের।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, দিনো মোরিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে প্রবেশ মানে হলো দর্শকদের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। তিনি সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে সফলতা পেয়েছেন। তবে 'হাউসফুল ৫' সিনেমায় তার ফিরে আসা দর্শকদের জন্য বিশেষ হবে। এটি যে একটি মজার চরিত্র হতে যাচ্ছে তা এরই মধ্যে অনুমান করেছেন অনেকেই। সিনেমাটির শুটিং এই মাসের শেষের দিকে লন্ডনে শুরু হবে। দিনো মোরিয়া প্রথম আলোচনায় আসেন ২০০২ সালে 'রাজ' সিনেমার মাধ্যমে এবং পরে বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমায় তার কাজের জন্য পরিচিতি অর্জন করেন। এর কয়েক বছরের মধ্যে তিনি মূলধারার সিনেমা থেকে কিছুটা বিরতি নিন। তবে 'হাউসফুল ৫' এর মাধ্যমে তিনি আবারো দর্শকদের সামনে হাজির হতে চলেছেন।

ইউনাইটেডে খেলার সময় সতীর্থদের 'নাম' দিতেন রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই দফায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।এর মধ্যে প্রথম দফায় ছিলেন দুর্দান্ত,দলও পার করছিল সেরা সময়।দ্বিতীয় দফায় ছিলেন বিবর্ণ,ইউনাইটেডের সেরা সময়ও এখন সোনালি অতীত।অনেক দলে খেললেও রেড ডেভিলসদের এখনো ভালোবাসেন রোনালদো।বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দেওয়া ইউনাইটেডের সঙ্গে রোনালদোর রয়েছে অনেক স্মৃতি। সম্প্রতি রিও ফার্ডিনান্ড পডকাস্টে নিজের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পর্বের স্মৃতিচারণ করেন রোনালদো। ইংল্যান্ডের ক্লাবে খেলার সময় সতীর্থদের বিভিন্ন নামে ডাকতেন তিনি। কাকে কী নাম দিয়েছিলেন?

রোনাল্ডো তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ ওয়েন রুনিকে ডাকতেন 'শ্রেক' বলে। জন ও'শিয়াকে সাজঘরে রোনাল্ডো ডাকতেন 'নো বাম' বলে। মিডফিল্ডার পল স্কোলসকে 'জিঞ্জার' বলে ডাকতেন ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

হয়ে পাঁচ বছরে আটটি ট্রফি জিতেছিলেন রোনালদো। তার মধ্যে ছিল তিনটি প্রিমিয়ার লিগ এবং একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।২০০৮ সালে তার সময়ে পাওয়া চ্যাম্পিয়নস লীগ ট্রফি আর জেতা হয়নি ইউনাইটেডের পরে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে আরও চার বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিলেন রোনাল্ডো। রিও ফার্দিনান্দের একটি অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন। সেখানেই জানালেন সতীর্থদের বিভিন্ন নামে ডাকার কথা।

গত কয়েক বছরে প্রিমিয়ার লিগের দুর্দশা কাটছেনা ইউনাইটেডের।এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথও বলে দিয়েছেন রোনালদো।সিআর সেভেন বলেন, আমার মতে, তাদের সবকিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। পুনর্গঠনে ক্লাবের সময় প্রয়োজন। এটা এখনও বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলোর একটি, কিন্তু তাদের পরিবর্তন দরকার। এটাই যে একমাত্র পথ, সেটা তারা বুঝতেও পারছে। আমি বিশ্বাস করি, তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমার বিশ্বাস, তারা কেবল মেধার ওপর ভরসা করছে না। তাদের গোড়া থেকে পুনর্নির্মান করতে হবে। নয়তো, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না, অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কোচ টেন হাগের কড়া সমালোচনা করে সিআর সেভেন বলেন, কোচ বলেছেন যে, তারা প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের লড়াই করতে পারবে না। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হয়ে আপনি এভাবে বলতে পারেন না যে, লিগ অথবা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপার জন্য লড়াই করতে পারবেন না।

এদিকে মৌসুম শুরুর আগে সহকারী কোচ হিসেবে ক্লাবের সাবেক ফুটবলার রুড ফন নিস্টলরয়কে নিয়োগ দিয়েছে ইউনাইটেড। ক্লাবের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রোনালদো।

বর্ণবাদ রুখতে বিশেষ ক্ষমতা পাচ্ছে
স্পেনের রেফারিরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিউস জুনিয়র বর্ণবাদের অভিযোগ তুলে বিশ্বকাপ আয়োজন সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিয়ে সম্প্রতি গোটা স্পেনজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। ওই মন্তব্যের কারণে তিনি ব্যাপক সমালোচিত হলেও বর্ণবাদ রুখতে এবার লা লিগা ও স্পেনের আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন আইন চালু করছে দেশটি।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) ও লা লিগা বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে রেফারিদের জন্য নতুন আইন চালু করা হবে। খেলা চলাকালে বর্ণবাদী আচরণের ঘটনা ঘটলে মাঠ থেকেই এ বিষয়ে সংকেত দিতে পারবেন রেফারি।

চলতি বছরের মে মাসে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ফিফার কংগ্রেসে বর্ণবাদবিরোধী 'ক্রস-আর্ম' অঙ্গভঙ্গির অনুমোদন পায়। এবার সেই আইনটি গ্রহণ করতে চলেছে স্পেন। আইনে বলা হয়েছে, রেফারিরা সরাসরি কোনো বর্ণবাদী আচরণ প্রত্যক্ষ করলে কিংবা খেলোয়াড়রা এ নিয়ে অভিযোগ দিলে, এমনকি মাঠের নিরাপত্তাকর্মীরাও এ বিষয়ে অভিযোগ দিলে প্রধান রেফারি সংকেত দেবেন। তিন ধাপের সংকেত পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ম্যাচ থামাতে, স্থগিত করতে, এমনকি পরিত্যক্ত পর্যন্ত করতে পারবেন রেফারি।

আরএফইএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ফুটবলে যে কোনো ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বর্ণবাদী মনোভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উভয় প্রতিষ্ঠান তাদের অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকতে এই আইন বাস্তবায়ন করবে।'

ফ্লুতে আক্রান্ত মেসি
আলাদা অনুশীলন করছেন, মাঠে ফিরবেন কবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার ফাইনালে পাওয়া গোড়ালির চোট সারিয়ে অনুশীলনে ফিরেছিলেন আগস্টের শেষ দিকেই। তবে এখনও মাঠে ফেরা হয়নি লিওনেল মেসির।ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন মহাতারকা ফরোয়ার্ড।

তবে দ্রুত মাঠে ফিরতে চান মেসি।তাই আলাদাভাবে চালিয়ে যাচ্ছে অনুশীলন। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির পরবর্তী ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে। ওই ম্যাচে ফিরতে অনুশীলনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মেসি। একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন পুনর্বাসন প্রক্রিয়াও। এরমধ্যে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা মিস করেছেন তিনি।মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির পরবর্তী ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ারহ বিপক্ষে। ওই ম্যাচে ফিরতে অনুশীলনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মেসি। একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন পুনর্বাসন প্রক্রিয়াও। এরমধ্যে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা মিস করেছেন তিনি।

এদিকে বেশি কিছু আমেরিকান মিডিয়া আউটলেট জানিয়েছে পরবর্তী দুই ম্যাচে নাও ফিরতে পারেন মেসি। তবে মায়ামি হেরাল্ড জানিয়েছে, চোট জনিত কোনো সমস্যা নেই তার। ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় আলাদা অনুশীলন করছেন তিনি। এক সপ্তাহ আগে শিকাগো ফায়ারের বিপক্ষে তার ফেরার জল্পনা-কল্পনা চললেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বিশ্বকাপ জিততে নেইমারকে চাই-ই চাই ব্রাজিলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০২ সালে রোনালদো-রোনালদিনহোদের হাত ধরে বিশ্বকাপ ফুটবলের পঞ্চম শিরোপা জিতেছিলো ব্রাজিল। এরপর ২০১৪ সালে নিজেদের মাটিতে সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিলো রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। রোনালদো-রোনালদিনহোদের পর ব্রাজিলের একমাত্র তারকা ফুটবলার নেইমারের হাত ধরে হেক্সা জয়ের স্বপ্ন দেখছে ব্রাজিল। ইতোমধ্যেই তিনটি বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছে নেইমার। দলকে এখনও বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি এই তারকা। সবশেষ কাতার বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার কাছে স্বপ্নভঙ্গ হয় নেইমারদের। এবার ৪৮ দলের অংশগ্রহনে ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের লক্ষ্য কী? এ প্রশ্নই ব্রাজিল ভক্তদের। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের লক্ষ্য কী থাকে, সেটা সবারই জানা। শিরোপা জেতা ছাড়া অন্য যেকোনো ফলকেই ব্যর্থতা হিসেবে দেখে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের লক্ষ্য শিরোপা জয়। কিন্তু সে জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রদ্রিগো আগেই একটি শর্ত বেঁধে দিলেন ২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে তাঁদের নেইমারকে লাগবে। ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন রদ্রিগো। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা নেইমারকে নিয়ে রদ্রিগো বলেছেন, 'তিনি আমাদের তারকা। আমাদের সেরা খেলোয়াড়। তার অভাব কতটা অনুভূত হয়, সেটা সবাই জানে। বিশ্বকাপ জিততে চাইলে তার সাহায্য লাগবেই, আমাদেরও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নেইমারের সুস্থতা আমরা সবাই চাই, তিনি সেরে ওঠার শেষ ধাপে আছেন। আমরা তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব দলে চাই।' বর্তমান চোট সারিয়ে নেইমার কবে মাঠে ফিরবেন, তার সঠিক দিনক্ষণ এখনো জানাতে পারেননি। তবে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আগামী বছরের আগে সম্ভবত মাঠে ফেরা হবে না তার। নেইমার অবশ্য হাল ছাড়েননি। নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রামে জিমে ঘাম ঝরানোর একটি ছবি পোস্ট করে ব্রাজিল তারকা লিখেছেন, 'নীরবে কাজ করে যাও। হাল ছেড়ো না।' রদ্রিগো জানিয়েছেন, নেইমারের সঙ্গে তার নিয়মিতই যোগাযোগ হয় এবং ৩২ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে তিনি নিজের আদর্শ খেলোয়াড়ের চোখে দেখেন, 'আমরা সব সময় একে অপরকে বার্তা দিই। তিনি দলের অনুশীলনে ফিরবেন। তিনি অসাধারণ এক সতীর্থ। এমন একজন মানুষ, যাঁর বিষয়ে কারও মুখে বাজে কথা শুনলে খারাপ লাগে। তিনি সব সময়ই আমাকে বার্তা পাঠান, সাহায্য করেন। আমি তাঁকে ভালোবাসি। এর পাশাপাশি তিনি খেলোয়াড় ও মানুষ হিসেবেও আমার আদর্শ।' এক বছর হতে চললো, নেইমার মাঠের বাইরে। গত বছর অক্টোবর থেকে সাইড লাইনে তিনি। আগামী অক্টোবরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে তার ফেরার একটা আভাস তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, তার ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়বে। হয়তো বা নতুন বছরের কোনও এক সময় মাঠে দেখা যাবে ব্রাজিলের তারকাকে।

আর্সেনালের সাথে চুক্তি নবায়ন করছেন আর্তেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্ট আর্সেনালের সাথে আরো তিন বছরের জন্য নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। বিভিন্ন ব্রিটিশ গণমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর মাধ্যমে গানার্সদের সাথে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অবসান হলো।

৪২ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ডের সাথে আর্সেনালের চলতি মৌসুমের পরেই চুক্তি শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সাল পর্যন্ত তিনি এমিরেটস স্টেডিয়ামেই থাকছেন।

ম্যানচেস্টার সিটিতে কোচ পেপ গার্দিওলার অধীনে কাজ করা আর্তেতা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে আর্সেনালের বস হিসেবে উনাই এমেরির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। চুক্তির প্রথম বছরেই আর্সেনালকে এএফ কাপের শিরোপা উপহার দিয়েছিলেন। ম্যানেজার হিসেবেই এটাই ছিল তার প্রথম বড় কোন শিরোপা। গত দুই মৌসুমে সিটির পর প্রিমিয়ার লিগে রানার্স-আপ হিসেবে আসর শেষ করেছে আর্সেনাল। ২০০৪ সালের পর প্রথমবারের মত লিগ শিরোপা জয়ের কাছাকাছি গিয়েও দুইবারই হতাশ হতে হয় গানার্সদের।

এ মৌসুমে এখনো পর্যন্ত দুই জয় ও দুই ড্রয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে আর্তেতার দল। আগামী সপ্তাহে আটালানটার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আসর শুরু করতে যাচ্ছে আর্সেনাল।

বিবিসি জানিয়েছে আগামী রোববার উত্তর লন্ডন ডার্বিতে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে ম্যাচেই আগেই আর্তেতার সাথে নতুন চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে আর্সেনাল।

আর্সেনালের জার্সিতে ১৫০ ম্যাচ খেলা আর্তেতা ক্লাবের অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। গত মাসে তিনি চুক্তির বিষয়ে অনেকটাই নিরবতা পালন করেছেন। ঐ সময় তিনি ট্রান্সফার উইন্ডোর উপরই বেশী গুরুত্ব দেবার কথা জানিয়েছিলেন।

এর আগে পিএসজি ও বার্সেলোনার সাথে তার আলোচনার গুঞ্জন উঠেছিল। এ সম্পর্কে আর্তেতা বলেছেন, 'আমরা এই মুহূর্তে বিষয়টির দিকে নজড় দিয়েছি। এখনই এর সঠিক সময় বলে মনে করছি। আমার মনে হয়না বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হবার কিছু আছে। আমি যেখানে থাকতে চেয়েছি সেখানেই আছি। এ বিষয়ে আমি সত্যিই খুশী। আশা করছি ক্লাবও এই বিষয়টি চিন্তা করছে। খেলোয়াড়রাও এভাবেই চেয়েছে।'

সদ্য সমাপ্ত গ্রীষ্মকালীণ ট্রান্সফার উইন্ডোতে আর্সেনাল তাদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় রাহিম স্টার্লিং, মিকেল মেরিনো ও রিকার্ডো কালাফিওরির মত খেলোয়াড়কে দলে নিয়েছে। কিন্তু এখনো দলের শক্তিমত্তা নিয়ে যথেষ্ঠ শঙ্কা রয়েছে।

হুমকির পরও কানপুরেই হবে
ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা আগেই হামলার হুমকি দিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় সংগঠনটি বলেছে, তারা কানপুরে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় টেস্টে ঝামেলা করবে। তবে হুমকি গায়ে মাখছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হুমকি থাকার পরও কানপুরেই হবে বাংলাদেশ-ভারত সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিসিসিআই সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নৃশংসতা চালানো হয়েছে দাবি করে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা নামের ধর্মীয় সংগঠনটি এই হুমকি দেয়। 'হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের' প্রতিবাদ করতেই বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে দুটি ম্যাচ বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছে তারা।

এর আগে গোয়ালিয়রে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি বাতিল না করলে পিচ কুপিয়ে নষ্ট করার হুমকি দিয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার সহসভাপতি জাভিয়ের ভরদ্বাজ।

৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। বিসিসিআই সূত্রটি আরও বলেছে, ম্যাচ কানপুরেই হবে। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা নজর রাখব, সেটা কানপুর এবং অন্য ভেন্যুগুলোতেও।

ভারত সফরে বাংলাদেশ দল। নাজমুল হোসেনের দল সেখানে দুটি টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দুটি সিরিজ খেলবেন। ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাই শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR